

দ্বিতীয় প্রবাস - ২৩



ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

ছাব্বিশে অক্টোবরের সকাল থেকেই আমাদের পক্ষের নিমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের Marriott Inn এ আসা শুরু হলো। সবার আগে নিউইয়র্ক থেকে এলো কাজল ও তার ছেলে আসিফ; তাদেরকে হার্টফোর্ড ট্রেন স্টেশন থেকে তুলে আনা হোল। কাজল আগের দিন সন্ধ্যে বেলায় রোম থেকে নিউইয়র্ক এসে ওর বোন বন্যার লং আইল্যান্ডের বাসায় ছিল। গত রাতে শেরিফের বড় খালাতো ভাই এফেট্রিফিজিক্স বিজ্ঞানী ইমরানকে হার্টফোর্ড এয়ারপোর্ট থেকে তুলে আনা হয়েছে। ও এসেছে ইন্ডিয়ানা থেকে। আজ দুপুরের দিকে ওর ছোটভাই তাজিমকে একই এয়ারপোর্ট থেকে তুলে আনা হোল। এই আনা নেওয়ার কাজে সাইদ এবং তারিকের মোটেই ক্লান্তি আছে বলে মনে হলোনা। এরপর একে একে টরন্টো থেকে এলো শেরিফের মামা এহসান ও তার পরিবার এবং মেরীল্যান্ড থেকে ওর খালা শিরিন ও তার পরিবার এবং বস্টন থেকে শেরিফের ‘লেংগুটিয়া’ বাল্যবন্ধু রনি মনসুর। ওরা সকলেই ড্রাইভ করে এসেছে। এহসানরা সকাল ছ’টায় টরন্টো থেকে রওয়ানা হয়ে আটঘন্টায় এখানে এসে পৌঁছেছে। শিরিনরা আগের রাতে নিউজার্সিতে এসে ওদের বড় মেয়ে মাহারিনের বাসায় রাত কাটিয়ে আজ ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রনি অবশ্য দুপুরে রওয়ানা হয়ে ঘন্টা দু’য়ের মধ্যেই পৌঁছে গেছে। সন্ধ্যে বেলায় সদ্য লন্ডন থেকে আগত নাসিমের ফুপু তাহেরা চৌধুরীকে তার ভাগ্নে আমাদের Inn এ পৌঁছে দিয়ে গেল। ঢাকা থেকে আমার ছোট বোন ফরিদা অবশ্য এক সপ্তাহ আগেই আমেরিকা এসেছে। ও এখন ওর ছেলে পরাগ ও পুত্রবধু ডোনার সাথে ওদের নিউইয়র্কের বাসায় আছে। আমার আরেক ভাগ্নে ডাক্তার আহমেদুল হাসান রুশোও মিশিগান থেকে এসে ঐ বাসায় উঠবে। ওরা সবাই দলেবলে নিউইয়র্ক থেকে এসে বিয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দেবে বলে জানিয়েছে। আজ রাতেই ডালাস থেকে ফরিদার ছোটমেয়ে পুনম, জামাই তমাল, আমার চাচাতো ভাই টিপু আর ওর বৌ রুনার নিউইয়র্ক পৌঁছার কথা। ওরা এবং আমাদের বাকী অতিথিরা আগামী কাল দুপুরের মধ্যেই মিডলটাউন পৌঁছবেন বলে আশা করছি।

সকালে নাস্তা খাওয়ার পর-পরই মহিলারা কাজে লেগে গেলেন। কথায় কথায় জানা গেল তাদের আজ অনেক কাজ। বিয়ের অনুষ্ঠান গুলির প্রতিটির ধরণ, গুরুত্ব এবং মেজাজ আলাদা। ২৭ তারিখে মোট তিনটি অনুষ্ঠান; প্রথমে গায়ে হলুদ, তারপর নিকাহ এবং সবশেষে মেহদী। হলুদের পোষাক এবং সাজ সজ্জা অবশ্যই নিকাহর পোষাক এবং সাজ সজ্জা থেকে আলাদা হতে হবে। ঠিক তেমনি নিকাহর পরিধেয় মেহদীর সময় চলবে না। অতএব সেদিনের তিন অনুষ্ঠানে কনের পরার জন্য কেনা হয়েছে তিন সেট বিভিন্ন ধরণের পোষাক। ২৮ তারিখ মূল বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য কেনা হয়েছে গুজরাটি সারারা, জড়োয়া গহনা এবং অতিরিক্ত কয়েক সেট ‘বদলানোর’ কাপড় চোপড়। ২৯ তারিখ বৌভাতের অনুষ্ঠানে কনের হবে বাংগালী বধু সাজ; সেদিন সে পরবে শাড়ী ব্লাউজ ইত্যাদি। আরো কেনা হয়েছে প্রতি সেট পোষাকের সাথে মানানসই জামা, জুতা, গহনা, হাতব্যাগ এবং অন্যান্য সাজসজ্জার উপাদান। বাংগালী এবং গুজরাটি উভয়

সংস্কৃতির ‘মুরুব্বীয়ানা’ নামক একটি সামাজিকতা প্রচলিত আছে। এ সামাজিকতা অনুযায়ী কনে পক্ষের মুরুব্বী যথা মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, খালা-খালু জাতীয় আত্মীয় স্বজন এবং কনের পরিবারের অন্যান্য ভাই-বোন-ভাবীদের জন্যও পোষাক আষাক কিনতে হয়। আমরাও কিনেছি। আগামী কাল গায়ে হলুদের দিন এই সব জিনিষপত্র অর্থাৎ বিয়ের সামগ্রিক দানসামগ্রী কনে পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আজ সারা দিন ধরে এই ‘তুলে দেওয়ার’ প্রক্রিয়া এবং logistics ব্যবস্থা কেমন হবে তা ঠিক করা হবে।

আগেই বলেছি সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে নিউইয়র্কের বাঙালী দোকান মান্নান ট্রেডার্স থেকে ডালা-কুলো কিনে আনার পরদিন থেকে শুরু করে মিডলটাউন রওয়ানা হবার আগ পর্যন্ত প্রায় পুরো সময়টাই নাসিম নানা আকৃতির, সাইজের, এবং স্টাইলের ডালা সাজানো আর প্যাকেট বানানোর কাজে ব্যস্ত থেকেছে। প্রতিটি ডালা,সাজি কিংবা প্যাকেট বানানোর সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মেজাজের কথা মনে রাখা হয়েছে; সাজসজ্জা মনোমত না হলে তা বদলানো হয়েছে। আজকের প্রথম কাজ হচ্ছে কনের সাজ-পোষাক গহনাপত্র ও অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রীগুলো উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদেরকে দেখানো। এটা কোনভাবেই ‘দেখো আমরা কি সব দামী জিনিষ দিচ্ছি’ তার প্রদর্শনি নয়। আমরা অতি সাধারণ মানুষ; আমাদের show off করার মত কিছু নেই। এগুলো দেখানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো স্বজনদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা; তাদেরকে বুঝতে দেয়া যে তারা সত্যি ‘আপনার জন’ আর কনেকে যা দেওয়া হচ্ছে সেটা শুধু বরের বাবা মা, অর্থাৎ আমি আর নাসিম দিচ্ছি না - আমাদের পরিবার সন্নিহিত ভাবে দিচ্ছে। বিয়েতে আগত আমাদের অতিথিরা আমাদের extended family র সদস্য। কাজ কর্ম থেকে ছুটি নিয়ে, গাঁটের প্রচুর পয়সা খরচ করে, কষ্ট করে এরা আমাদের আনন্দে সামিল হতে এসেছেন। নাসিমের মতে উপস্থিত সব আত্মীয় স্বজনকে জিনিষগুলো দেখানোর অর্থ হচ্ছে তাদের সকলের সাথে আমাদের আনন্দ ভাগাভাগি করা; এতে তারা অবশ্যই খুশী হবেন। এর পরের কাজ হচ্ছে প্রতিটি সেটকে নির্ধারিত প্যাকেটে ভরে সেগুলোকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য চিহ্নিত ডালা বা সাজিতে রাখা। আগামীকাল গায়ে হলুদের দিনে এই ডালা-কুলোগুলো হাতে করে দুই সারিতে procession করে আমাদের পক্ষের মেয়েরা the Big Barn এ ঢুকবে। কার হাতে কোন ডালা থাকবে, কিভাবে সারি দু’টো সাজানো হবে ইত্যাদিও আজ ঠিক করা হবে।

এসব কাজের পুরোটাই নাসিমের নেতৃত্বে মেয়েদের দায়িত্ব, পুরুষ মানুষদের এখানে তেমন কোন ভূমিকা নেই। তাই আমি এবং নোমান বাদে পুরুষদের বাকীরা মিডলটাউনের আশে পাশে বেড়াতে বের হলো। মেয়েরা সারাদিন ধরে তাদের পূর্ব নির্ধারিত ফিরিস্তি অনুযায়ী লিস্ট ধরে (এবং অনেক সময় লিস্টের মধ্যে নেই কিন্তু থাকা উচিত ছিল এমন) সব কাজ করে গেলেন। মাঝে মাঝে এটা সেটা সরানো বা ভারী কিছু এখান থেকে ওখানে নেয়ার জন্য আমার ডাক পরে। দেখলাম শ্যালক পত্নী তাতন অন্যান্যদের সহযোগীতায় নানা রকম ফেলে দেওয়ার জিনিষ দিয়ে একটা বড় পুতুল বানাচ্ছে। কিন্তু আমার জানামতো এই কাজটি তো লিস্টে ছিলনা! সাহস করে (দুঃসাহস বলাই বোধ হয় বেশী যুক্তিসংগত - কাজের মানুষদের ব্যস্ততার মধ্যে আমার মত অকর্মা লোকদের প্রশ্ন করতে সাহসের দরকার হয় বৈকি!) প্রশ্ন করে জানা গেলো যে এই টাউস পুতুলকে কনের মূল বিয়ের পোষাক গুজরাটি সারারা পরানো হবে। শেরিফের খালাতো বোন মাহারীনের বর তারিক এবং ফুপাতো বোন পুনমের বর তমাল

সেই সাজানো পুতুলকে একটি কাঠের আসনে বসিয়ে ডালাকুলো বহনকারীদের প্রসেসনের সবার আগে থাকবে। ‘চমৎকার আইডিয়া না দুলাভাই?’ তাতনের প্রশ্ন। আমি নীতিগতভাবে বিশ্বাস করি বুদ্ধিমান ভগ্নিপতিদের সর্বদাই উচিৎ বড় কুটুম্ব গোষ্ঠীর বয়োজনীয়দের এবংবিধ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেওয়া! তাই আমার দার্শনিক সুলভ উত্তর ‘যা বলেছ তাতন, এর চে’ ভালো আইডিয়া আর হয় না; এই অভিনবত্ব কি কন্যা পক্ষের লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে?’

মাঝে মাঝে টুকটাক ফাই-ফরমাশ খাটা আর মাঝে মাঝে চা বানানো আর চা পরিবেশন করা ছাড়া আমার আর যেহেতু কোন কাজ নেই, আমি Internet এ বাংলা পত্র-পত্রিকার পাতায় মান্নান ভুইয়া আর আবদুল জলিল সংলাপ সংক্রান্ত খবরের উপর চোখ বুলাতে শুরু করলাম। দুর্জনের (মান্নানের) ছলের অভাব হয়না, আর যার হয় না ন’য়ে (জলিলের) তার হয়না নব্বুইয়ে। বাংলাদেশ নয় পাকিস্তান পার্টির (বি এন পি) নাম-কা-ওয়াল্ডে মহাসচিব মান্নান ভুইয়া নামক এককালের বামপন্থি নেতা, মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানের সুবিধাবাদী দুর্জন সংলাপের নামে আওয়ামী লীগের অর্থব বাকসর্বস্ব মহাসচিব আবদুল জলিলকে মহা রাজনৈতিক ল্যাং মেরেছে। সংলাপ ভেঙ্গে গেছে আর সেই সাথে আওয়ামী লীগের সব দাবীর ‘দফা রফা’ হয়ে গেছে। ‘দেশনেত্রী’ খালেদা জিয়া গং তার প্রতিপক্ষ ‘জননেত্রী’ শেখ হাসিনা গং এর উপর আপাততঃ রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু বিজয়ী এবং বিজিত - দুই নেত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে অবিরাম, অন্তহীন বিষোদগার করে চলছেন; এ ক্ষেত্রে ‘কেহ নাহি হারি জিতি সমানে সমান।’ হঠাৎ করেই মহামতি আলেকজান্ডারের সেই কালজয়ী উক্তি - ‘বিচিত্র এ দেশ, সেলুকাস’ - মনে পরলো। ভয়ের কথা হলো নির্বাচন হলে এই দুই মহিলার একজন আবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং যথারীতি দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে নিজের, পরিবারের এবং তাদের চামচাদের তলাবিহীন ঝোলা ভরার কাজে মনোনিবেশ করবেন।

নাসিমের আহ্বানে সংবিত ফিরলো; বাংলাদেশের চিন্তা বাদ দিয়ে Marriot Inn এর বাস্তুবে ফিরে এলাম। আপাততঃ কাজ শেষ। কামরায় জায়গার অভাব, তাই কয়েকটা প্যাকেট একটু উঁচু জায়গায় রাখতে হবে; আমার সাহায্য প্রয়োজন। যে একাগ্রচিত্তে এবং অখন্ড মনোযোগের সাথে মহিলারা সারা দিন ধরে কাজ করে গেলেন তাতে মনে হলো বিয়েতে প্যাকেট বানানো এবং ডালা সাজানোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন কাজ নেই এবং এটাতে ব্যত্যয় ঘটলে প্রলয়কান্ড ঘটে যেতে পারে। কাজ শেষে মহিলারা গোসল-টোসল সেরে ফ্রেশ হতে গেলেন। সন্ধ্যে বেলায় আমি, শেরিফ, নোমান, তারেক আর সোনিয়া the Big Barn এ যাওয়ার পথটা ভালো করে চিনে আসতে গেলাম। কাল দলে বলে আসতে হবে; কোন গাড়ী দলছুট হয়ে হারিয়ে গেলে মুশকিল। বাইরে বেশ শীত; কিন্তু central heating এর ব্যবস্থা না থাকায় Big Barn এর ভেতরে মনে হল আরো বেশী ঠান্ডা। কাল সকালে হল সাজানোর জন্য এখানে আসতে হবে। তখনো যদি এরকম ঠান্ডা থাকে তবে রাতের জন্য এখানে অবশ্যই হিটিং এর ব্যবস্থা করতেই হবে; তা না হলে জমে যেতে হবে।

রাতের বেলায় আমাদের সুইটে আড্ডা জমলো। নাসিমদের দশ ভাইবোনের মধ্যে ছ’জন এখানে সপরিবারে মজুদ। পুরুষ মানুষেরা যার যার চাকুরীর সমস্যা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক হালচাল, ইবলিশের খাস দোস্ত বুশ ও তার চেলা-চামুন্ডা চেনী-রামসফেলড-কন্ডোলিজ্জা রাইস-রুয়ার গং য়ের ইরাক

পলিসি জাতীয় হাজারো ধরণের আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত। মহিলারা টুকটাক কাজ যেমন জামা বা ব্লাউজে বোতাম লাগানো, পাজামায় ফিতে লাগানো, হাতে মেহদী লাগানো ইত্যাদির সাথে গাল-গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের গল্পের বিষয় বস্তু ও বিচিত্র - ‘ইস ক’দিনের জন্য শেরিফের দাদী নাত বৌ দেখে যেতে পারলেন না’ থেকে শুরু করে ‘নতুন বেয়াই বেয়ানদের সাথে চোস্ত উর্দুতে কথা বলতে হবে ভেবেই আমি সিটিয়ে যাচ্ছি’ পর্যন্ত বিস্তৃত। যাকে বলে ‘জুতো সেলাই থেকে চড়ী পাঠ।’ জুলাই মাসের শেষ দিকে ঢাকায় ওদের পঞ্চম বোন লুবনার বড় মেয়ে কাশফির বিয়ে হবে। সে বিয়েতে কারা যাবে, কবে যাবে, কে কি উপহার দিবে জাতীয় আলোচনাও আজকের আড্ডায় বিশেষ ভাবে আলোচিত হলো। আড্ডা এমনি জমলো যে রাত একটা বেজে গেলেও কেউ উঠতে চায়না। অথচ কাল অনেক কাজ; মদ্র সাজাতে আমাদের বেশ ক’জনকে সকালে the Big Barn এ যেতে হবে। ওখান থেকে ফিরে এসে রেডী হয়ে তিনটের মধ্যে মুল গায়ে হলুদ, নিকাহ এবং মেহদীর অনুষ্ঠানে যেতে হবে। অতএব লোকজনদের রীতিমত ঘাড় ধরে আড্ডা থেকে তুলে যার যার কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হোল।

(চলবে)

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রায়যাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)